Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

PRESS RELEASE

Date : 10 August 2015

Congresswoman Maloney supports B'desh plea for trade preferences in US market

An influential US congresswoman feels Bangladesh's persistent plea to get duty and quota free access to the American market has justification and has praised the present government's avowed fight against violent extremism as well as initiatives for empowering women in a democratic dispensation.

'Bangladesh is a democracy and is fighting against terrorism and extremism…Why you should not be allowed duty and quota free access in the US market,' Carolyn B. Maloney (D-NY) said during a meeting with Bangladesh Ambassador Mohammad Ziauddin in New York.

Maloney, also a member of the Bangladesh caucus, assured that she along with other members of the caucus would raise the matter with the US administration so Bangladesh can get the trade preferences in the American market.

During the meeting that lasted more than half an hour at the Congresswoman's Manhattan office, the Ambassador briefed Maloney on wide range of issues including current political situation in Bangladesh, Prime Minister Sheikh Hasina's zero tolerance against religious extremism, women empowerment, bilateral trade and investment and Bangladesh-US multifaceted cooperation.

Minister (Press) Shamim Ahmad and Counsellor (Political) Nayem Ahmed of the Bangladesh Embassy in Washington were present in the meeting.

The Ambassador said peace and stability prevails in Bangladesh and flow of overseas investment in the country is on the rise. He said Bangladesh is on the threshold of attaining a mid-income economy. He argued that Dhaka deserves the US trade preferences to its export products, particularly Ready Made Garments which would ultimately contribute immensely to the empowerment of women.

Ziauddin said bilateral relations between Dhaka and Washington is broadening and deepening and the two countries have expanded effective cooperation in various fields under Bangladesh-US partnership and security dialogues and TICFA.

On political situation, the Ambassador said Bangladesh held general elections legally and constitutionally ensuring continuation of democratic rule.

He said the government is also pursuing a policy of zero tolerance against all forms of extremism by Jamaat and other religious radical groups many of which got armed training during the Afghan war. He said many friendly countries including the USA are extending cooperation to the government in countering extremism in Bangladesh.

Maloney wanted to know why the government does not get rid of the extremist religious parties. In response, the Ambassador said the government is actively thinking about it.

As the Ambassador narrated the August 15 massacre in 1975 when Bangladesh's founding father Bangabandhu Sheikh Mujuibur Rahman along with most members of his family were assassinated, Maloney was visibly moved and murmured 'what a tragic story.' She repeatedly expressed her desire to meet Prime Minister Sheikh Hasina during the UNGA session in September.

Maloney also appreciated the Prime Minister's all out efforts for empowering women economically and politically as a 'great' initiative.

Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

তারিখ : ১০ আগস্ট ২০১৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ পণ্যের শুল্ক-কোটামুক্ত প্রবেশের যৌক্তিকতা রয়েছে: কংগ্রেসওম্যান ম্যালোনি

যুক্তরাষ্টের প্রভাবশালী কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন বি. ম্যালোনি আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশের দীর্ঘদিনের দাবীর যথার্থতা সমর্থন করেছেন। তিনি উগ্র-ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের লড়াই এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশংসা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন নিউইর্য়ক ম্যানহাটনে কংগ্রেসওম্যানের অফিসে ম্যালোনির সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ম্যালোনি বলেন বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। বর্তমানে যখন দেশটি সন্ত্রাসবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রদতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন কেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে না?

ম্যালোনি বাংলাদেশ ককাসের একজন সদস্য। তিনি আশ্বাস দেন ককাসের অনান্য সদস্যদের সাথে একযোগে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কাছে বিষয়টি তুলে ধরবেন এবং যাতে বাংলাদেশ বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা পেতে পারে। প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী বৈঠকে রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, নারী ক্ষমতায়ন, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাংলাদেশ - যুক্তরাষ্ট্রের বহুমুখী সহযোগিতাসহ বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ম্যালোনীকে অবহিত করেন। দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার শামিম আহমদ এবং কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) নাঈম আহমেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন বাংলাদেশে এখন শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে এবং দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ এমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার দোড় গোড়ায় উপস্থিত।

জিয়াউদ্দিন বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে যা চুড়ান্তভাবে নারীর ক্ষমতায়নের অবদান রাখবে। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন বর্তমানে ঢাকা এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসারিত এবং গভীর হচ্ছে এবং পার্টনারশিপ ডায়লগ, সিকিউরিটি ডায়লগ এবং টিকফা বাস্তবায়নে দুদেশের সম্পর্ক আরো প্রশারিত করছে।

- চলমান পাতা - ২

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন বর্তমান সরকার সকল ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তিনি বলেন জামায়াত এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী যাদের অনেকেই আফগান যুদ্ধে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তারাই এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু বন্ধু ভাবাপন্ন দেশ এই সন্ত্রসী কার্যক্রম নির্মূলে সহযোগিতা করে আসছে।

কংগ্রেসওম্যান ম্যালোনি জানতে চান কেন বাংলাদেশ সরকার এই সকল ধর্মীয় উগ্রবাদী দলগুলোকে পরিহার করছে না উত্তরে রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন যে, সরকার এই ব্যাপারে সক্রিয় চিন্তা ভাবনা করছে।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের সংগঠিত ইতিহাসের কলঙ্কজনক হত্যাকান্ড সম্পর্কে কংগ্রেসওম্যান ম্যালোনিকে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঐ কালোরাতে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা হয়। কংগ্রেসওম্যান ম্যালোনি এই মর্মান্তিক ঘটনা শোনার পর বাহ্যত অভিভূত হয়ে পড়েন এবং বলেন ‘‘কি মর্মান্তিক ঘটনা’’। তিনি আসন্ন জাতিসংঘ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

কংগ্রেসওম্যান ম্যালোনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক প্রচেস্টার প্রসংসা করেন।

Press Wing, Embassy of Bangladesh, 3510 International Drive, NW, Washington, D.C. 20008
Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771/7830, e-mail: press.bew@gmail.com / bdoot_pwash@yahoo.com